উৎসর্গ

দেবাশিস রায়

সিস্টার মঞ্জু রায়

ও

অনুরাধা-কে

এই লেখকের :

নিরাপদ দূরত্বে থাকুন
বিলাপের ভাষা
প্রবাহ, শূন্য পাত্রের পাশে
তা তা থৈ থৈ
কেশরে কে রেখেছিল হাত
অনাবৃত শিলালিপি

আজ শুধু আটচালা পড়ে আছে, বলির বাদ্য নেই, হাঁড়িকাঠ নেই, পাঁঠার ঠ্যাঙ পেছন থেকে টেনে ধরবার মত আজ আর কেউ নেই, রক্তচক্ষু মাতাল যে উদ্যত-খড়্গ আমাদের শিহরিত করেছিল সেই কবে বালকবেলায়—তাকে আর দেখতে পাই না, কেননা সে মিশে গেছে প্রতিটি কেতাদুরস্ত মানুষের মিষ্টি হাসিতে ; ডবলডেকারের চাকা থেকেই জীবনের অবসানের বাজনা আসে ভেসে, ভেদ করে যায় মর্মমূল ; প্রতিবাদচিহ্নহীন এই ধূলিধূসর ডিমভাজাসম্বল মাথা-নিচু বেঁচে থাকাটাই হয়ে আছে যূপকাষ্ঠে শিরচ্ছেদের পূর্বমুহূর্তের প্রলম্বিত অপেক্ষমানতা—কে যেন পা দুটো কেবলই পিছনের দিকে টেনে ধরতে চায়—সে কে ?

সে-ই কি কবিতা ?

সূচি

লেখক

বিফল কাগজপত্র আঁকড়ে থাকি পরিত্যক্ত বিধবার মতো
সযত্নে গুছিয়ে রাখি ট্রামের টিকিট, ছেঁড়া ছাতা, অপমান,
চশমার কাচের মত অস্পষ্ট কিছু হাঁটাহাঁটি. এ জীবনে
হঠাৎ পাল্টে যায় মন্ত্রিসভা, বন্ধুত্ব, স্মৃতি, যেন
অকালবর্ষার মেঘদল
উত্তেজনা খুঁজে খুঁজে উদ্দেশ্যবিহীন সান্ধ্য মত্ততার পর
অধোবদন শয্যাত্যাগ
ম্লান মুখ জুড়ে বিচ্ছুরিত অভ্যাসের আরোপিত আলো

একে যদি কেয়া বলো, হেসে উঠবে গাছের পাতারা
একে যদি যাওয়া বলো, ঝরে যাবে বাসি রাধাচূড়া
একে যদি বলো তুমি থাকা, ফুটে উঠবে নতুন তারাটি

অনেক তারার ভিড়ে তাকে তুমি খুঁজে তো পাবে না,
তবু সে-ও মিথ্যে নয়, আকাশের আংশিক সে-ও রচয়িতা।

মিথ্যে

তোমার জন্যে বেঁচে আছি—এই কথাটি আত্মা থেকে
বাতাসে গিয়ে মিশতে
আকাশ জুড়ে শব্দ উঠলো—মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।

পাপ করেছি, আমি তোমায় মিথ্যে বলে পাপ করেছি।

মিথ্যে এখন তোমার হয়ে সান্ত্বনা দেয়, পুরুষ হয়েও
এসব লজ্জা? ছি ছি, ছি ছি।

তুচ্ছ

প্রবন্ধ তোমার প্রিয়, সাহিত্য জল্পনার অসারতা
তুমিই জেনেছো। বিরহসঙ্গীত গাও, মালা গেঁথে
বসে থাকো ঘরে, পরিত্যক্ত পড়ে থাকে থালা।
স্মৃতির আশ্রয় থেকে অসম্বৃত বর্তমান-মূল ধরে টানো

—সে সবই আমার জন্য? আমি তো কবিতা জানি
জীবনের সারমর্ম, প্রবন্ধবিলাস কিছু নয়। লোকে যাকে
বলে আত্মত্যাগ—তুমি তার মোহে পড়ে শুয়ে আছো
কেন? নষ্ট আয়ুভাগ গেল শুধু প্রতিষ্ঠা সন্ধানে।

তোমাকে কোথায় খুঁজে পাবো!
এদেশে যথেষ্ট জল আজও নেই, কত কি যে নেই।
তোমার অভাব দিয়ে তোমাকে কি গড়ে নেওয়া যাবে?
অতৃপ্তিবিদেশ থেকে উড়ে আসে ভুল চিঠি—উদ্‌ভ্রান্ত
হয়ে কোনো লাভ নেই, থাকো শান্ত, ভালো থাকো তুমি।

কার সঙ্গে, কখন

যাবে তো জানি। কার সঙ্গে, কখন তুমি যাবে
ছায়ার মত আলোর সঙ্গে যাবার মনস্তাপে
কিসের খোঁজে কোথায় যাবে নিজেই জানো না তা
দোষ দিচ্ছো যাকে তাকে, বলছো, সবই—সঙ্গহীনতা

ঘোরের মধ্যে বেরিয়ে পড়ো ঘর কাঁদিয়ে পথে
পথের শেষে কেউ কাছে নেই হাত-পা অসাড় অচল
অভিমানের অক্ষরেখায় অযথা অনাসৃষ্টি
প্রত্যাবর্তনের পথে দুলছে দোলনচাঁপা

চাইলে যদি এতই বিপদ না চাইলেই হয়
হারিয়ে যাবো যেমন গেছে পূর্বপিতামহ
সার্থকতা ? তার পিছনে হাজার প্রাণদান
কার সঙ্গে, কখন তুমি মুছবে অপচয় ?

গৃহপ্রবেশ

হাতুড়ি পেটার শব্দ হয়। ওপরে, না নীচে ? আশপাশে,
সবদিকে দেওয়াল কাটার শব্দ হয়।
পাইপ বসানো বাকি ? নাকি অন্যকিছু ?

কি যে এত কাজ করো। নাহয় এসেছি
নতুন বাড়িতে আজ, অনেক জল্পনার পরে, অনেক
অনেক শ্রমের স্বেদ ঝরে গেছে জানি

দেওয়ালে নতুন রঙ, হাত দিলে আর্তনাদ করে ওঠো কেন ?
আমি কি মানুষ নই, কত রঙ আজও আছে মনে—
এবার আমার দিকে ফেরো। বাড়ি থাক আমার বাহিরে।

তবু কেন বাড়ি নিয়ে থাকো। বাড়ি থাক আমার ভিতরে।

আমাকে জাগাও

অনিচ্ছায় পেয়েছি এ ঘর। ইচ্ছেকে বেঁধেছি শাসনে ;
উন্মাদ রাত্রিগুলি মুছে দাও।

সূর্যোদয়, রেখেছিলে চোখে ? আড়ালে থাকার অহংকার
ধ্বংস করে দিয়েছিলে, জানি।

তিরস্কার, ফিরে ফিরে এসো। সমর্পণ, ভালোবাসা নয় ;
আমাকে জাগাও অপমানে।

সমস্ত পৃথিবী নয়, জিতে নেব কেবল নিজেকে ,
ততদিন, অপেক্ষায় থেকো।

হুমায়ুনসমাধির স্মৃতি

কথা ছিল প্রার্থনায় ; হুমায়ুনসমাধির সবুজে যে সাপ ছিল
তোমার তা অজানা ছিল না ; আমি মূঢ় ইতিহাসপ্রোথিত
বাঁচাও বাঁচাও বলে তোমার শরীরময় আমার কবর
খুঁড়ে গেছি যুগান্তরকাল ; নিষেধ না শুনে
নির্বোধ লতার কাছে রেখে আসি ভালোবাসা, দেখে উপেক্ষায়
পাতা নাড়ে বৃক্ষের বোধিরা সব ; আমি কাঁদি, হাসি।

অনন্ত আঁধার থেকে নক্ষত্রের আভা নিয়ে অতৃপ্ত ঈশ্বর
পৃথিবী নির্মাণশেষে তৃপ্তি ও শান্তিতে বিশ্রাম
পেয়েছেন মনে হয়, পুরুষ সৃষ্টির পরও তাই ; হায়,
বৃক্ষ ও ফলের পাশে কেন যে রমণী তৈরীর তাঁর সাধ হল ;

শুরু হল তাঁর শ্রান্তি, অবিশ্রাম ; আমার কবরচিহ্ন তোমার শরীরে
লেখা হল ; হুমায়ুনসমাধির সবুজে যে রয়ে গেল সাপ···
কথা ছিল প্রার্থনার, সন্তানহীনতার দায়ে আমার প্রকৃতি
তোমাতে প্রণত হতে চেয়েছিল···ভুল, ভারী ভুল হয়েছিল ?

ঠিক কী যে চেয়েছিলে, অশ্রুবিনিময় নয়, চেয়েছিলে
আত্মার গভীরে গিয়ে মিলনের গভীরতর স্বাদ···
শরীরের দাহ থেকে সেবার প্রবাহে তুমি আমাকে বাঁচাবে ?

আমি যে গলিত শব ; দুর্গন্ধে কামনার ছাই উড়ে আসে।

নারীদের উদ্দেশে

নারী, এই শব্দে নিরুত্তাপ আছে।
সাধ, স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্ববিরোধগুলি
ছুঁড়ে দাও আভঙ্গ উরুউপদেশে
নারী এই শব্দ থেকে প্রতিমাআবহ মুছে যাবে।
ছিলে ছায়াময়, উজ্জ্বল উত্তাপের পাশে আলস্য, আদেশের মতো।
বাতাসের অজস্র আদর প্রতিশ্রুত ছিল।
তথাপি তা তাৎক্ষণিক, গৃহে বা অগৃহের পথে যেতে হল—
এল দ্বিধা, সংকীর্ণ মানুষ।
এবার আচ্ছন্ন হলে রহস্যে, খেলায়। এবার বিভক্ত হলে ভয়ে।
প্রবেশনিষেধ ভেঙে আমাদের দেখাশোনা হল।

যত শ্রম হল আমাদের উত্তেজনা হল তারো বেশি।
ধরে থাকো আপ্রাণমুগ্ধতায়
ধরে থাকো অবসন্নতায়
বক্রচতুষ্পদ থেকে আমি দৃপ্ত দ্বিপদপ্রাণী হবো।
উপক্রান্তপন্নভার থেকে খুঁজে আনবো স্বাস্থ্য, নবীনতা।

চিনে নাও

বন্ধু বা শত্রু নয়, চিনে নাও চক্রান্তকারীকে।
ভালোবাসা বাসি হলে পড়ে থাকে স্বার্থ সন্দেহ…

শিব মন্দিরের রকে যারা তাস খেলে
কাঁধে বাঁক নিয়ে জল ঢালতে চলে যায় যারা
আটচালায় কাল রাতে যারা করে গেছে মদসভা
চালনাপাড়ার দিক থেকে এত রাতে যারা
গাঁক গাঁক করে মোটরবাইক চালিয়ে ছুটে আসছে
আগুনখাকির মাঠে বটতলায় গোল হয়ে বসে
যারা গাঁজা খায়

তারা কেউ
বন্ধু বা শত্রু নয়; চক্রান্তকারী নয়;
—বেনোজলে ভাসা চুনোমাছ…
স্বার্থ ও সন্দেহের হাতে তারা মারা যাবে।

এখানে তো ধানকল ছিল, ভিডিও পার্লার হল কবে!

দুর্ঘটনা

'প্রচার চাই'
—ব'লে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী হিমালয়ের গোপন গুহা থেকে
নেমে আসছিলেন ;
'প্রশান্তি চাই'
—ব'লে প্রচারে অতিষ্ঠ এক কবি শেষ বয়সে পালিয়ে যাচ্ছিলেন
হিমালয়ের দিকে ;

দুজনের দেখা হল দিল্লি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে
চোখে চোখ পড়তেই চনমন করে উঠলেন দুজনেই
—এই তো সেই লোক যাকে এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি
দুজনের চোখেই ফুটে উঠল এই ভাষা

সামান্য দ্বিধার পর তাঁরা যেই শুরু করতে গেলেন কথা বলা
অমনি ফেটে পড়ল বোমাটি
যে জানতো
ফেটে পড়াই হল আসল এবং একমাত্র কাজ।

কলকাতা

কলকাতার ফুটপাথে ওই যে বৃদ্ধ শুয়ে আছে অসাড়ে মলমূত্রময়
সে আসলে কলকাতার কেউ নয়
কলকাতা কিন্তু তারই ব্যাখ্যা ও বিস্তৃতি

ওই যে ট্রাফিক পুলিশ পায়ের তলায় আধুলি চেপে দাঁড়িয়ে
সে আসলে কলকাতার কেউ নয়
কলকাতা কিন্তু তারই নিরীহ প্রস্তুতিপর্ব

ওই যে রুগ্ন বেশ্যাটি কাশিতে রক্ত উঠলে মুখ লুকায় রুমালে
সে আসলে কলকাতার কেউ নয়
কলকাতা কিন্তু তারই বিকল্প অস্তিত্ব মাত্র

ওই যে কেরাণী মেয়েটি বাস না পেয়ে বিরক্ত হাই তুলছে
সে আসলে কলকাতার কেউ নয়
কলকাতা বোধহয় তার কাছে মর্মান্তিক এক তামাশা

ওই যে মোটা মাতাল নিঃসঙ্গ ব্যবসায়ী মাঝরাতে ট্যাক্সি চাইছে
সে আসলে কলকাতার কেউ নয়
একমাত্র কলকাতাই তাকে আজ ওইরকম করেছে

ওই যে কলকাতা হাসছে আজ কলকাতার সর্বাঙ্গ লক্ষ্য করে
সে আসলে কলকাতার দোষ নয়
কলকাতাই সম্ভবত এরকম হাসতে শেখায়

আমাদের বেঁচে থাকা

সর্বাঙ্গে ঘা, এক বৃদ্ধ খুব জ্যোৎস্নায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে
একা দাঁড়িয়ে
তার ভঙ্গির মধ্যে ফুটে আছে প্রস্রাব করতে চাওয়ার প্রচেষ্টা, যা তার
চুল দাড়ির ওপরে চাঁদের আলোর মত ব্যর্থ।

এ সব দেখে আত্মসমালোচনা করার ইচ্ছে হয় চাঁদের; তাই
লজ্জা হয়, খুব কষ্টে উচ্চারণ করে

ছিঃ।

ঠিক কেন, বুঝতে না পেরে সেই বৃদ্ধ ঘরে ফিরে আসে।

কবিতাপত্রের সম্পাদক

বাসে যাবে? না না, থাক। হেঁটে গেলে, এমন কি ক্ষতি।
প্রুফ হয়তো তোলাই হয়নি। ভেজা সরু লম্বা ও লালচে
কাগজে অক্ষর সাজানো থাকবে, ভুল হলেই ঘ্যাচ করে
কেটে দেব। বাজারে মাছের দাম এইভাবে কেটে দেওয়া
যেত যদি, স্ত্রীর বক্তৃতা! ক্লাশ এইটে উঠে গেল মেয়ে;
বই চাই, ইউনিফর্ম, শাড়ি। পত্রিকা বন্ধ থাকবে দু-সংখ্যা।
বিজ্ঞাপনদাতারা, আবার ঘোরাবে। ওই যে যুবক যায়,
পাশে এক উচ্ছল যুবতী, কাগজ বেরোলে ওকে পাঁচ কপি
দিতে হবে; তেমন প্রবন্ধ নেই, এ সংখ্যায় কেবল কবিতা।
এত রোদ, বয়েসও তো কম হল না; ছায়া, জল, আলো—
কবিতায় পাওয়া যাবে? টাকা তো যাবেই, যাক। মরে
গেলে, অন্ততঃ তরুণ কবিরা·········

সংবাদপত্রের দিকে তারা যেন ভুলেও না যায়।

কবি সম্মেলনে

কবি সম্মেলনের শেষে এই দম্পতি কুড়িয়ে নেয় ধূপ ও মোমবাতি
কবি সম্মেলনের আগে এই দম্পতি বলেছিল—কবিতা নয়, ভালোবাসি মানুষ

এ শহরে লাল ধুলো উড়ে যাচ্ছে ওই কালো বস্তির দিকে
এ শহরে ওই ডিস্কো যুবকটির সর্বাঙ্গে ভিখারিণীর অভিশাপ
এ শহরে আজ তেমন কোনো মিছিল ছিল না

আজ কবি সম্মেলনের কালে হাই তুলছে কিশোরী দোকানী
কোথাও কি ট্রেন দুর্ঘটনা হল ?
কবিতা, কবিতাগুলি সব ক্রমশঃ অশ্লীল হয়ে আসে

ওই ব্যর্থ দম্পতিকে দেখি ; কবিতা নয়, মানুষ নয়, ওরা
ভালোবাসে আরাম এবং উত্তেজনা

ওরা তাই কবি সম্মেলনে আসে নিয়মিত।

মহাকাল

প্রতিভা, দোলায় তোমাকে।
অভিমানে, নেশায় নেশায়
মেঝে-পা, বেভুল দেমাকে।

তোমাকে, মেপেছি মন্দিরে।
রাগে ঘাড়, বেঁকিয়ে থেকেছি
ঘরে আর, নিভৃত চত্বরে।

হে প্রেম, হাসছো আড়ালে
প্রচেষ্টায়, ত্রুটি তো ছিলই
শেষে সেই, প্রণামী দেওয়ালে ?

নির্বিষ, ফণার মাথায়
জমা হয়, সিকি ও আধুলি
সাপুড়ে, কাকে যে দোলায় !

বাইশে শ্রাবণ

কাল রাতে মদ হয়েছিলো ; হয়েছিলো কোক
তোমার রবীন্দ্রগান তেমন জমেনি
স্বামীর হাঁকানি নিয়ে ব্যস্ত থাকো বড়ো আজকাল

আমাদের দেখা হলো না খোয়াই
যোগেন চৌধুরীর সঙ্গে হাসাহাসি হলো কিছু কিছু

একজন ভারতীয় মানুষের মৃত্যুদিনে
তোমাকে কাছে পাওয়া গেলো একদিন

শেওড়াফুলিতে এসে আমরা দেখলাম
ভালো গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়ার জন্য খোলা আছে
—"কবিগুরু হোসিয়ারী"।

যদিও নির্জন

গাছ লাগানো হচ্ছে চারদিকে, এইসব গাছের পাশ দিয়ে
চলে যাবে ট্রেন, শহরে যাবে অনেক কুমড়ো—গাছেরা
ট্রেনের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখবে মানুষের গাদাগাদি ভিড়
বসে ও দাঁড়িয়ে থাকা চেঁচামেচি—সুস্থির পাতায় হাওয়ায়
অনির্বাণ বৃক্ষরাজি মানুষের পাশে বেঁচে থাকে বাঁচিয়েও থাকে
শুধু মানুষকে তুলে তারা এক থেকে অনন্তে লাগায় না
ছায়ার বদলে তারা ব্যক্তিগত দাহ নিয়ে বসে থাকে ট্রেনে
জানলার বাইরে থেকে দুলে দুলে হেসে ওঠে গাছ
অমৃতের পুত্রগুলি ধূসর কেঁচোর মত নড়াচড়া করে
বিষের বাপেরা তাকে বাড়িয়ে দেয় দাক্ষিণ্যের সুশীতল হাত
মাঝখানে অনিশ্চিত ছটফট করে শুধু রভন স্কোয়ার…।

ডাকে শাদা পাতা

শীতরাতে লেপের গভীর থেকে উঠে আসি, ডাকে শাদা পাতা
সকালের ভিড়বাস ফেলে রেখে ফিরে আসি ঘরে, ডাকে শাদা পাতা
দুর্লভ প্রেমিকার হাতছানি ঠেলে দিয়ে চলে যাই চায়ের দোকানে
গমগমে আড্ডা থেকে হঠাৎ নিঃশব্দে একা উঠে আসি—
আমায় ডেকেছে শাদাপাতা, এমন নিষ্ঠুর ডাক
কতোদিন কেউই ডাকেনি
এখন হে পৃথিবী তুমি থেমে থাকো কিছুটা সময়, আমি
আত্মা উজাড় করে খুলে ধরি নিজের যা কিছু, এখন স্বীকার করি
সব কথা, সব পাপ, গ্লানিবোধ মুড়ে দিই শিল্পের পোশাকে
যেখানে যা হচ্ছে হোক, আমার সংযোগ কেউ অপেক্ষা করে না
এখন অনীহা নয় অপচয় করবো নিজেকে
এখন কবিতা ছাড়া আর সব অভিধাই খুব অহেতুক
—আমায় ডেকেছে শাদা পাতা···

মঙ্গল গ্রহের বক্তব্য

সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে তুমি আছো, পৃথিবী, এই দৈব দুর্ঘটনা
তোমার নিজস্ব কোনো উদ্যমপ্রসূত নয় তুমি মনে রেখো

তোমার শরীরে ছিল অজস্র ও অফুরন্ত উদ্বেল জল আর জল
তাকে সামঞ্জস্য দিতে তুমি স্থলভাগ, প্রাণী ও উদ্ভিদ পেয়েছো।

পেয়েছো মানুষ যারা বিজ্ঞান কাব্য ও দর্শনের অস্ত্রে তোমাকেই
আপন মুঠোয় ভরে অযথা সর্বজ্ঞের ভান করে।

তুলনায় আমি আজো রহস্য ও অন্ধকারময়, দ্যাখো, হে উন্মোচিত পৃথ্বী
তোমার ও-শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ দুহাত বাড়িয়ে আজ আমাকেই কাছে
পেতে আসে।

কবিতা লেখার লোভে

কবিতা লেখার লোভে ওই দেখ তৈরী হল ধূপ কারখানা
তাই ফাইল পড়ে নেই একটাও একা পেপারওয়েট কাঁদছে
আধ গ্লাস ঢাকা দেওয়া জলের পাশে আপাতনিরীহ ওই পেপারওয়েট
আমাকে কেমন যেন শক্তি দেয়, অভয়-আভাস দেয়, কেউ বাধা
দিলে আমি আছি, তুমি লিখে যাও দাদ ও চুলকুনির কথকতা ;
কারো নাক কুঁচকে গেলে তাকে চিনিপাতা বিস্কুট দিও, দিও চা, নিজের
জন্যে খাটের তলায় লুকিয়ে রেখো মদ ; বন্ধুদের
বাড়িয়ে দিও বাণী দেবার লোভ ; সীমান্তে যুদ্ধের গল্প
ভালোবাসে তারা হিন্দি ছবির স্মার্ট রেপ ;
মা-বোনকে হত্যার পর যে কিশোর নববিবাহিত পলাতক পিতাকে
মাধ্যমিক পরীক্ষার শাদা খাতায় এঁকে রাখে তার কথাও
বন্ধুদের বোলো—বোলো এই পশ্চিমবাংলায়
ঘূর্ণিঝড় যদি আসে তা অতি অবশ্যই বাংলাদেশের দিকে ঘুরে যাবে—

শুধু তুমি ঘুরে বোসো মেঘমনরেখাময় জানালার দিকে, লিখে রাখো
সুরক্ষিত দাদ ও চুলকুনির কথকতা ; সার্থকতার গোপন কবিতাগুলি তুমি
চুপি চুপি লিখে রাখো একা

অভিমানে আত্মক্ষয়, বুদ্ধিপরিচর্যায় শুধু অনিদ্রা, আমাশার ভাষা।
অভিসার-পায়েলের ঝুম
যে সাপ থামিয়ে দেবে সে-ও আজ বিষভারে হয়েছে বিলাসী।

কবিতা লেখার লোভে সে সব সাপেরা
ধূপ কারখানার পাশে ঘোরে, ঘোরাফেরা করে।

নেশাগ্রস্ত

১.

'যাচ্ছি' বলে সাড়া দিয়েছে ভরসন্ধের আকাশগঙ্গা
মধ্যরাতের নক্ষত্রে দেখেছি তার ঘোমটাছায়া
বেভুলমনে গিয়েছি কাছে কথা ছিল না তেমনতরো
চেতনাময় গাছের ছায়া হাওয়া বইছে আপনমনে
নিঝুমপুরী উঠলো জেগে হঠাৎ ও কার যাদুর কাঠি
এমন হবে জানলে কে আর সারাজীবন বইতো পতন
এখন হৃদয় যমুনাজল কলসী নিয়ে কে চলে যায়
কাঁখের ভারে আপনি নত আমার উজান আমি কি জানি!
আমার কি দায় স্রোতের ভারে থমকে যাওয়া কেবল বারণ
'আসছি' বলে হঠাৎ বিদায় নিয়েছে আজ সাঁঝকপালী···

২

শহরে বিকেলবেলা যাকে মনে পড়ে যখন জড়িয়ে ধরি তাকে রাতে
তখন কেন যে শুধু মনে পড়ে তাকে শেষ যাকে সম্ভবত বইমেলায় দেখেছি

মনের এসব কথা অসম্ভব সরলতা যাকে বলি সে আমাকে বলেছে অসৎ
সৎ তবে কাকে বলে? তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুধুই তোমার কথা ভাবা!

তোমাকে ভেবেছি আমি শ্মশানের সমারোহে, তোমাকে ভেবেছি খুব ভোরে
তোমাকে ভাবিনি শুধু তপ্ত ওষ্ঠ চেপে ধরে তোমার গ্রীবায়

না-পাওয়া নারীর মুখ ভেসে উঠেছিল কেন সেই স্তব্ধ চেতনায়?

এইসব ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে আমার আত্মার কাছে আজ তুমি চুল খুলে দাও
কবরে যাবার আগে তোমার দু-চোখে আমি নিজের স্বরূপ দেখে যাবো।

৩

দৃষ্টিকটু হল এই আসা ? মধ্যরাতের সারমেয়
একই কথা বলেছিল ; বলেছিল—আমি অবাঞ্ছিত ।
যা কিছু উচিত তাই করা ভালো । তবে ফিরে যাই ?

এ কথা শুনেই
কেন তুমি ছুটে আসো দু-হাত বাড়িয়ে ।

আমাকে বিহ্বল করো, আমাকে উন্মাদ করো কেন ।

নেশাচ্ছন্ন এই মধ্যরাতে
আমাকে মানাতো প্রত্যাখ্যান, আমাকে মানাতো ফিরে যাওয়া ।

৪

তারপর দুর্গের ভেতর থেকে মৃত টিয়াপাখির শোকমিছিল
ছড়িয়ে পড়ল লোকাল ট্রেনের জানলায়, আর
খঞ্জ হকার তার কালো জোব্বার ভেতর থেকে বের করল
অলৌকিক পুতুলের বাঘ
তারপর ভোজ্য তেলের দাবিতে হাত তুলে দাঁড়ালো মাতালেরা
ভেঙে পড়ল আকাশ
শহরের পথে মূর্খ পাগলের চিৎকার
আজ কোনো জ্যাম নেই কোন জটিলতা আগের মত নেই আর
তারপর কবিদের দেখে হেসে উঠল মেয়েরা
মেয়েদের দেখে তবে কে হেসে উঠবে আজ ?
বোকার মত মেঘ ডাকছে এই শীতের বিকেলে, কেন ডাকছে !
তারপর ওই প্রেসের দিকে হেঁটে যাচ্ছে গম্ভীর সম্পাদক

তাকে দেখেই কি মারা গেল নীল টিয়াপাখি ?

৫

তারপর গাবগাছে, সই জাল করে বসে আছে চুপচাপ তিন কাকাতুয়া
এ জি বেঙ্গলের বড়বাবু বি জি প্রেসের দিকে তাকিয়ে হাই তুলছে সারাদিন
কলেজ স্কোয়ারে বসে পাঁচ বৃদ্ধ ধর্মকথা শোনাচ্ছে কাদের ?
টাকার ভাগ নিয়ে রাগ করে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে কে ?
ট্রেন চলে যাচ্ছে দেখে হি হি করে হেসে উঠল ছোটবৌ
তারপর অনেক না বলা কথা নিয়ে কমল এসে দাঁড়াল কুন্তলার সামনে
আঁধার রাতের সেই প্রেম দেখে কুকুরেরা ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ
তোমাকে যতোই ভালোবাসি তুমি বলো এই মাছ পচা
চলে যাবো বামনদের দেশে তারা বলবে এতদিন কোথা ছিলে চাঁদু

৬

হাঁড়িকাঠে মাথা কে রয়েছে শুয়ে করেছে ধর্মঘট
এই ঘটকালি আজব ঘটনা অপব্যবহার
উদ্যত খাঁড়া ওই ছবি যার অজন্তা ইলোরার
ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে ছিন্ন শিরস্ত্রাণ
ধর্মের মায়া সেকালেও ছিল ঘটের বিল্বপত্রে
সাধ ছিল না সহজলভ্য কালিমাখা কিছু হাঁড়ি
মুখ কালো করে হাতে হাত জুড়ে হাসতো
প্রয়োজনবোধে জিভ নড়ে গেছে মূর্তি উর্ধ্বনেত্র
কে বোঝাবে কাকে অযথা উতলা হতে নেই
মাঝরাতে ধান কেটে নিতে কোনো ক্ষতি নেই
কালরাতে এসে কড়া নেড়েছিল তৈমুর লঙ
তা বলে কি আজ ট্রেন চলবে না সারাদিন
কি জানি কি হয় ভেবে ভেবে নিভে গেল যে আঁচ
ক্যা হিয়েন জানে ঘটকালি করে লাভ নেই…

ভবিষ্যৎ

নীলমাছ যেই লালমাছটাকে
—মানুষের কথা আলোচনা করি
একগাল হেসে বলেই ফেলেছে
—আবার মানুষ? তারা তো সবাই
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে
বিলুপ্ত হল, এখন আমরা
জলবেলুনেতে পৃথিবীভ্রমণ
শেষ করে ভাবি—আহা আমাদের
কতকাল কেউ ধরে যে খায় না।
অন্যের ক্ষুধা মেটাবার কাজ
সেও চলে গেল, আপাতত এই
আঁশের গন্ধ কোথায় যে রাখি
নীলমাছ কাঁদে—একটাও বঁটি
বাজারের কোণে পড়ে নেই হায়
নিজেকে কাটবো, মাছের মাংস
মাছও যদি খায়। বঁটির অভাবে
পোড়া এ কপালে সেই সুখও নেই
এখন কি করি, কি যে করা যায়···

একদিন

এইভাবে একদিন নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে।
পড়ে থাকবে ভাঙা লুডো, ছেঁড়া তাস, হাত-পাখার ডাঁটি
পড়ে থাকবে দ্রৌপদীর অক্ষয়পাত্র
ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাঠের
রঙচটা পুতুল ; পড়ে থাকবে বইপত্র।

মদ এসে নিয়ে যাবে ধ্যান ও সঞ্চয়।

কঙ্কালেরা হাসাহাসি করবে বৈজ্ঞানিক ও অবতারদের নিয়ে ঃ
কিচেন গার্ডেন থেকে ফুলকপি তুলে এনে
কবি তার স্ত্রীকে বলবে—নাও, রাঁধো, খাবো।

কবিতা শোনবার জন্যে আজ আর কেউ বেঁচে নেই

মাছ ভাজা

মাছের মুড়ো ভাজতে গিয়ে দেখি
ফ্যাকাশে চোখ শাদা হয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে
ক্রুদ্ধ ও বিমূঢ় বিদ্রূপ তার উদ্ভাসে
টেপা ঠোঁটে অভিমান ও দুঃখের বদলে ফুটে
উঠছে দর্শন
আমার মাথা
এইভাবে ভেজে খাবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সমস্ত মাছেরা

ছিটকে ছিটকে হেসে উঠবে পোড়া তেল
নীলিমা থেকে সব লক্ষ্য করবে মিটমিটে
শয়তান নক্ষত্রেরা
হাত-পা ওলা মাছেরা এসে বসবে আমাদের
ডাইনিং টেবিলে
মানুষের মাথা ছাড়াতে ছাড়াতে বলবে
এত চুল কেন
আমাদের কালে তো এমন ছিল না বাবা
মাছের বউ মাছের ছেলের জন্য ছাড়িয়ে দেবে
মানুষের ঘিলু
মাছের মেজো কাকিমা বলবে
মাথা ছাড়া বাকি শরীরটা যে কেন ছিল মানুষের
অখাদ্য অখাদ্য
মাছের বাবা তখন মাছের মায়ের দিকে
অপাঙ্গে তাকাবে······

সে দিবসে

এই দগ্ধ করতল জানে ফিরে আসা
জানে নিঃস্ব জীবনের সুখ

এই মুগ্ধ দৃষ্টিপাত কিছুই জানে না।

সবই আছে ঠিক
ঘুম ভেঙে দেখি রোজ সব ঠিক আছে।

কিছুই যে ঠিক নেই
জেনে ফের শুয়ে পড়ি ঘুমের চাতালে।

পর্যালোচনা

বেজে উঠেছে সমর্পনের ঘণ্টা
আজও তবু সন্দেহ? অহংকার? অপমান? ঘৃণা?

মন্দিরের পথে কেন কুষ্ঠরোগী বসেছিল অত?
পূজা দিতে দেরী হল, ব্যর্থ হল দেবতাদর্শন—

এই দেব, অথবা আমিও
বিভিন্ন কুষ্ঠের চিহ্নে অন্যভাবে জর্জরিত নই?

আর তুমি, এখনও কি প্রস্তুত নও তুমি?
তবে কেন ঘণ্টা বেজে ওঠে।

দহন

মেহবুব ব্যাণ্ড বেজে উঠল সংসদ নগরে, তখন ভাত্র
এক কচি মহাপুরুষ উদগ্রীব জনতাকে বললেন

আ যা, আ যা, জিমি জিমি।

ছত্রিশ বছর পরে নবজন্মের হাসি ফুটল মুখে
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের অবসান চাই।

চাই, চাই, চাই—
কবরের তলা থেকে হাঁসফাঁস করে ওঠে হিন্দু ঈশ্বর।

প্রবাহ

আগুন, এনেছে তাকে কাছে।
অন্ধকারে, শীতে
দূরে থাকা অসম্ভব ছিল।

দূরে যাবো শান্ত সকালে।
আগুন, দূরত্বহীন
দগ্ধতার পরিবর্তে কখনো বা উজ্জীবনও জানে।

নিজেরই আগুনে
নিজেকে জ্বালিয়ে আজ তাপ নিই নিজেরই হৃদয়ে,
দহনেরা, জল হয়ে যায়।

পাগলাগারদের বারান্দায় অন্ধকার

জাল-ঢাকা কিছুটা আকাশ
জালের ভেতর দিয়ে কোলাহল উঠে আসতে ভয় পায় না
পাগলাগারদের বারান্দার জালের ভেতর দিয়ে
ঘোলাটে আকাশ কোলাহল করে ওঠে
বিস্মৃতির জগৎ কত বর্ণময়
বাস্তবের সীমায় থাকে বোকা ও বদ জনগণ
ডাইনিং টেবিলে যে হাত গুটিয়ে বসে থাকে সে
আত্মধ্বংসী অভিমানী
অকিঞ্চিৎকর ঘোষণাগুলি অতঃপর শোনা যেতে থাকে
খাদ্য ছাড়া আর কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়, কোনো বাণী

কান্না যে ক্লান্ত করে শুধু
চিৎকার করে যেন নালিশ জানাতে চাই আজ কাকে ?

কোলাহল করে ওঠে মাটি ও আকাশ, বারান্দার জাল
—লাভ হল না।

অভিক্ষেপ

সন্ধ্যার অন্ধকারে, নদীর ওপারে, মন্দিরে আরতির আলো জ্বলে ওঠে
জলের প্রহরী থাকে মাঝগঙ্গায়, তারা কেন ঘণ্টাধ্বনি দেয়
নৌকা এসে থামে ঘাটে, রুপোলি ইলিশ নামে মানুষ সন্ধানে
ইলিশ কি রমণীস্বরূপ—যথাযোগ্য দাম পেলে ঘরে উঠে যাবে ?
শৈশবজানালা বেয়ে বৃষ্টি আসে, গঙ্গার ওপার থেকে বৃষ্টি হেঁটে আসে
বড়ঠাকুরের কাছে যারা ভিড় করে তারা সব স্বভাবত নারী
যে আমাকে প্রাণ দেয়, আলো ও শাসন দেয়, সেও কেন শত্রু হয় তবে ?
মানুষ যে টাকা চায়, ক্ষমতা ও মদনারী—ভালোবাসা, পাথর চায় না।
আরতির শব্দে আজ দেবতার দয়াদৃষ্টি ক্রমশ যে ক্রুর হয়ে আসে।

কালার টিভি

একটা কালার টিভি আমার চোখের ভেতর দিয়েআমার
আত্মার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ক্রমশঃ
একটা কালার টিভি চিবিয়ে খেয়ে ফেলছে আমাকে
আমার বাঁ-হাতটা খুলে নিয়ে চলে গেল একটা কালার টিভি
একটা কালার টিভি আমাকে সবসময় মানুষের কাছ থেকে
দূরে থাকতে বলে
একটা কালার টিভি আমাকে বুঝিয়ে দেয়
চোখের জলের তুচ্ছতা
একটা কালার টিভি আমাকে সবসময় বেঁচে থাকতে বলে
একটা কালার টিভি আমাকে হাবাগোবা করে দেয় রোজ
পিঠে হাত বুলিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দেয় একটা কালার টিভি
একটা কালার টিভি আমাকে কামড়ে দেয় রোজ
মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার চুরমার ইতিহাসও এখন রঙিন
যে কোনো মৃত্যুই যে কত রঙিন হতে পারে আজকাল যখন তখন
একটা কালার টিভি আমাকে দেখেই হেসে উঠল একদিন
আর একদিন একটা কালার টিভি বেদম তাড়া করল আমাকে
একটা কালার টিভি খেঁকিয়ে উঠল একদিন—বেরিয়ে যাও,
তুমি আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও,
আমিও একদিন বেশ চেঁচিয়ে বললুম একটা কালার টিভিকে,
—বেরিয়ে যাও, তুমি আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও,
একটা কালার টিভি আমাকে দেখায় এই পৃথিবীর বর্ণালী ও বিজ্ঞাপন,
সত্যিকারের ঘরবাড়ি এবং ঘটনা,
আমি একদিন একটা কালার টিভিকে নিশ্চয়ই বলে ফেলবো—
তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই…
আমি আসলে যা হয়ে উঠতে চাই সারাটা জীবন
তা হল একটা কালার টিভি

পাখির কাছে প্রার্থনা

সবুজ পালক ছেড়ে প্রকাশিত হও আজ, ছদ্মবেশ
ভালো লাগে না আর
ওগো টিয়া, লাল কণ্ঠি, বক্র ওষ্ঠ, তুমি কি মানুষ?
তুমি তো মানুষ নও, তুমি পাখি, তবে কেন এত
ভালোবাসো পরশ্রীকাতরতা, ভালোবাসো
পরস্ত্রীর খোঁপা?

আজ কোনো খাঁচা নয়, বসে আছো রমণী গ্রীবায়
কর্ণমূলে ঠেকিয়েছো ঠোঁট
দুটি বাঘ মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, সে তো ছবি
বাঘ নয়, ব্যাঘ্র বলো তাকে।
রমণীকে নারী নয়, সাপ বলে ডেকেছিল পাখি
সেই দোষে খাঁচা তার ঘর
উপদ্রবহীন জেনে উদ্ভিদপ্রদেশ তারা ত্যাগ করে গেছে
উপেক্ষায় সমর্পণ করেছে নিজেকে
অবাঞ্ছিত মানুষের হাতে
জানা নেই বলে যারা লিখেছে কবিতা

নারী ও পুরুষ নামে মানুষেরা দ্বৈততায় ভোগে
গড়ে তোলে অধিকাররেখার জ্যামিতি
গোল এক ফুটবল ঘেরা মাঠে ছেড়ে দিয়ে অনর্থক ছুটোছুটি করে
নাম দেয় খেলা
পাখি জানে বদ্ধতার বিধি সামাজিক
পুনর্জন্মের ভয়ে বিবাহের মন্ত্র শেখে যারা
তারা তো উন্মাদ নয়, সুস্থ মানুষ

বাতাসনির্ভর যদি ওই চলাফেরা
খাঁচায় যে ফিরে আসো কেন?
মুক্তির স্বাদ বুঝি তিক্ততর আরও।

তেজপাতাগাছে গিয়ে দোল খাও প্রভাতবেলায়
জালঢাকা হোস্টেল-বারান্দায়
ধূর্ত যুবতীরা
ক্রমাগত দাঁত মাজে বঙ্কিম ভঙ্গিতে, জোরে, আরও জোরে
তুমি হীন টিয়াপাখি, ঘুম জানো, ছোলা ও লংকার
স্বাদ জানো, দাঁত মাজা তেমন জানো কি?
যুবতী-অধরে তুমি বক্র ওষ্ঠ ছোঁয়াতে যে জানো
স্তনাগ্রচূড়ায় উঠে শিস দাও
দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে
তা তো দেখি, মরচোখে, মানুষ জন্মের ব্যর্থতায়
টুথপেষ্ট তুলে নিই হাতে
—আমার যে রয়ে গেছে আরো কিছু দাঁত
ডানা নেই, সাইকেল আছে।

ওই যে কোকিল যায় কেঁদে কেঁদে, উনি শিল্পীজন,
বিরহে আতুর ওই ডানাগুলি কালো
জনগণ কাকপক্ষী, টের পায় কোকিলের ভার
শিল্প তবে নিষ্ফল ফেলে যাওয়া ডিম?

ওগো টিয়া, লাল কণ্ঠি, তুমি তো তেমন কাক নও
তুমি নও মধুকণ্ঠী বিরহী কোকিল
তবে কেন শিল্পী হতে চাও? হতে চাও ছলনাস্বভাবী?
রমণীর মন চাও, সবুজ ডানার ভার
মানুষখাঁচায় রাখো ঢেকে

তুমি পাখি? অভিশপ্ত সমকামী পরী?
তুমি তবে পূর্বজন্মের অনাহত গান?
তুমি প্রেম? স্বার্থগন্ধ, ছিপ, জাল, মাছ ও পুকুর
যেখানে হারিয়ে যায় তুমি তার মায়া?
তুমি মদ? সর্বহারা মানুষের স্নেহ?

একা একা বসে থাকো সম্পর্কগ্লানির নদীতীরে ?
তুমি ফুল ? ফুটে থাকো নক্ষত্রপতন সাক্ষী করে ?
ঝরে যাও নর্তকীর পদশব্দ শুনে ?
ভালোবাসো নিঃসঙ্গ নারী, পুরুষের ধারেও ঘেঁষো না—
রমণীগ্রীবায় বসে অত যে প্রেমের কথা বলো,
তুমি জানো—নারী তার কিছুই বোঝে না ?

নারী বোঝে আয়োজন, পাখির পুরীষ বুঝি
অপরিচ্ছন্ন করে দেবে ডাইনিং টেবিল।

হায় পাখি, মগ্ন আর্তি, আমাকে তোমার ধ্যান দাও
আমি দেব অস্থিরতা, প্রেমিকাবদলজাত ক্লিষ্ট অপ্রেম, দেব
অবিশ্বাস চাঁদমালা, কৃত্রিম আরতির স্তব, ফুলদানি।
হাঁড়িকাঠে জল ঢেলে ধূসর প্রণামরীতি দিয়ে দেব
দিতে পারি মাঝির দর্শন
নৌকো নিয়ে লাভ নেই, ডানাই তো রয়েছে তোমার
জাহাজসভ্যতা জানে ডুবে যাওয়া ভালো কথা নয়
পাখি হলে সে ভয় তো নেই !

শুধু তুমি
আমার অবর্তমানে আমার নারীকে পেয়ে এইভাবে চুম্বন কোরোনা যেন আর।

অপরাহ্ণ

অংকাশ নারী সেবা সঙ্ঘের বেঞ্চিতে বসে থাকে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা,
এই ভোরে, গঙ্গাতীরে, শীতের প্রকোপে আজ অন্যতর লোকজন নেই,
দুই জার্মানির গল্প, গরবাচেভের গল্প, ওরা যত জানে
বিবাহবিচ্ছেদ কিংবা সলমন খান সম্পর্কে জানে না ততটা
প্রবাসী নাতির বৌ আমস্টারডম থেকে চিঠি দেয় সঠিক সময়ে
এ বিষয়ে যত গর্ব, যত সুখ, জলের কুয়াশা দেখে তৃপ্তি নেই ততো।
অবসরপ্রাপ্ত দিন, পরিশ্রম-উত্তেজনাহীন, সময় গড়িয়ে চলে যায়
পুরনো জীবন রোজ ছোট ছোট ছবি নিয়ে নিয়ত নতুন হতে চায়
জীবনে তো কথা নেই, সংবাদপত্রের ছায়া আর টেলিভিশনের
উজ্জ্বলতাগুলি ঘিরে আছে চেতনাপ্রবাহ, বাকি কথা শিশুরাই জানে।

এই পথে, শ্মশানের দিকে, মরা শীতে, অপরাহ্ণবেলায়
শববাহকেরা যায় বড় ঘন ঘন, বৃদ্ধেরা এ ওর দিকে চেয়ে
গঙ্গার অন্য পাড়ে ফিরে চায়, যেখানে মন্দির, বনস্থলী রেখা, মায়া,
মলিনতা—তখন সে গঙ্গাতীরে, বৃক্ষের ছায়ায়, অনন্ত থমকে থেমে থাকে।

নক্ষত্রের নাচ

স্থান : মহাশূন্য
কাল : অনন্ত
পাত্র : তিন নক্ষত্র

প্রথম নক্ষত্র। অপেক্ষা, আর যদি বলো, চেয়ে থাকা ছাড়া
আর কোনো কাজ নেই আমাদের
অস্থির পতন কোনো কাজের মধ্যে পড়ে না ; আমাদের
প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি নেই
সুস্থির দূরত্ব ছাড়া সম্পর্ক কত অর্থহীন আমরাই জানি
যত কাছে যাবে তত দ্রুত নিঃশেষিত হবে তোমার রহস্য।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। তাই ওই জল ও উদ্ভিদময় পৃথিবীর সমস্যা কত হাস্যকর আমরা
জানি, ক্ষমতার লোভ কত ক্লান্ত ও মূর্খ করে আমরা দেখেছি
প্রেম ও প্রতিবেশিত্ব
মানুষেরা আত্মপ্রেমে জটিল করেছে দেখে আমরা হেসেছি
বয়সের দোষে যাকে অনিবার্য ভেবেছিলে সে-ও আজ স্মৃতি,
শুধু স্মৃতি।

তৃতীয় নক্ষত্র। তবু কেউ দিব্যজ্ঞানী। শাদা দেওয়ালের মতো পরিচ্ছন্ন, ধ্যানী।
লোভ ও তমসার কালো অধিকার থেকে নিজেদের আড়ালে
রেখেছে। আকাঙ্ক্ষাই চিরশত্রু—এই আবরণে ঢেকে সান্ত্বনার
ছায়ায় কেঁদেছে। উত্তাপে দহন আছে—অতএব নিরুত্তাপে
নিঃসঙ্গ থাকো।

প্রথম নক্ষত্র। শুধু সুখ কাম্য যদি,
প্রস্তুতি ও পরিশ্রম যদি কাম্য নয়,
আয়োজনে অনুৎসাহী যদি তুমি আজও,
রক্তপাত যদি ভয়াবহ—

দ্বিতীয় নক্ষত্র। সে জীবন স্বাদহীন, গুল্মহীন সমতলে ধু ধু লাল বালু ;
ক্লান্তিকর অনিঃশেষ, হ্লাদহীন, রুক্ষ ও অকিঞ্চিৎকর।

তৃতীয় নক্ষত্র। তবুও কি সব যুদ্ধ স্বাভাবিক, আকাঙ্ক্ষিত, আবিষ্কার-প্রসবা ?

তবুও কি সব ছন্দ কবিতার জন্মদাতা, সব দুঃখ অভিজ্ঞতাপ্রসূ ?
তবুও কি সব প্রেম সুবর্ণসম্ভবা, সব সুখ শান্ত—নিম্নগামী ?

প্রথম নক্ষত্র। লোভ ত্রাস হত্যা অবরোধ, জরা জন্ম হিংসা উচ্চাশা
সবই যদি প্রকৃতিসম্মত, কেন আজও অবিশ্বাস আর
আত্মময় ছলনাবিলাস এই বাতাসের হাহা-স্বরে ভাসে ?

দ্বিতীয় নক্ষত্র। ওই তিনভাগ জলের পৃথিবী, ওইখানে জলেরও ধর্ম আছে
বাতাস ও সূর্যালোক অবহেলে অপর্যাপ্ত আছে
উদ্ভিদ জেনেছে তার ঊর্ধ্বগামিতার অকারণ অজুহাত নেই
শুধু ওই কূটবুদ্ধি অস্থির মানুষ আজও ধর্মহীন।

তৃতীয় নক্ষত্র। মূর্খ মানুষ কেন অবিবেচকের মতো প্রকৃতিকে ব্যবহার করে
নদী শুধু জলের প্রবাহ ?
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তার তীক্ষ্ণ আলজিভ
অবশিষ্ট কিছুই রাখে না ;
তবু আজও অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্তির অন্ধকারে আজও তারা সীমাবদ্ধ
আছে।

প্রথম নক্ষত্র। তবু আজ তেজ দীপ্তি বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য তাদের রয়েছে
অসীমের উপভোগে কেউ কেউ নিজেদেরই
ভেবেছে ঈশ্বর।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। অথচ সবাই ছিল আদিম ও পরিশ্রমী ;
নির্বোধ, ক্ষিপ্র, নিষ্ঠুর,
শিশ্নোদরপরিচর্যা আর প্রকৃতির বন্যতায়
ভীতত্রস্ত, প্রার্থনায় সরল।

তৃতীয় নক্ষত্র। অথচ তখনও কেউ গুহার আঁধারে যত্নে
খোদাই করেছে শিল্পকলা ;
—শিকার, হত্যা ও খণ্ডযুদ্ধের শিল্প ;
ক্ষমতাব্যবহার ভিন্ন প্রিয় কোনো বিষয় ছিল না।

প্রথম নক্ষত্র। নারী ছিল অপাঙ্‌ক্তেয় ; পুরুষের প্রয়োজনে
বাধ্য, ব্যবহার্য।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। তারপর, কৃষিকার্য শুরু হল। পৃথিবীর স্থলভাগে
আঁকা হল অধিকাররেখার জ্যামিতি।

তৃতীয় নক্ষত্র। নারী হল সংসারজননী।

প্রথম নক্ষত্র। পৃথিবীতে, রক্তপাত শুরু হল।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। পৃথিবীতে, সভ্যতার জন্ম হল।

তৃতীয় নক্ষত্র। পৃথিবীতে, জটিলতা অনিবার্য হল।

প্রথম নক্ষত্র। প্রকৃতিশাসনলোভে শাসনপ্রকৃতি আরও প্রতিষ্ঠিত হল,
শাসনের সমতুল্যে আদিম অরণ্যসুখ মাতৃতন্ত্র তুচ্ছতর হল।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। শাসনের সুবিধার্থে আজও শ্রেয় পিতৃপরিচয়
শ্রেয়তার সৌধস্বার্থে শ্রেণীবর্ণবিকল্প আজও অকপট।

তৃতীয় নক্ষত্র। এই শূন্য অবস্থিতি, উচ্চতাপরিতুষ্টি থেকে, দেখা ভালো
সমতল সভ্যতার সর্বশেষ জটিলতা, দন্তপ্রদর্শনশিল্পকলা।

প্রথম নক্ষত্র। অপেক্ষার উপজীব্য আলোচনা, কখনো বা সমালোচনাও;
ঘটনার অনুল্লেখে এই হাবা চেয়ে থাকা শাদা মৃত্যুময়।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। কি ঘটনা? ও পৃথিবী আপাততঃ দুর্ঘটনার ভুল খনি;
মৃদু হেসে মানুষেরা পরস্পর দোষারোপ শুধু ভালোবাসে।

তৃতীয় নক্ষত্র। তবে ওই পৃথিবীতে ক্ষুদ্রস্বার্থের এই কৃষিকাজ
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে? মানুষের নেই ভয়, লাজ···

প্রথম নক্ষত্র। ক্ষুদ্রতার পরিচয় আরও কত রয়ে গেছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে
পারস্পরিক এক বিধ্বংসী শোষণশিল্পে মানুষেরা বুঁদ হয়ে আছে।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। মানুষ কি ভুলে গেছে সামগান? ভুলে গেছে জীবনের বেদ।
প্রয়োজন পূরণের দায় থেকে ক্রমাগত বাড়িয়েছে খেদ—

তৃতীয় নক্ষত্র। ক্ষমতার আধিপত্য পেতে গিয়ে সে আজ ভুলেছে তার প্রেম
অধিকারস্থাপনের লোভে তার জাগরণে নেই আর হেম

প্রথম নক্ষত্র। শিক্ষা বা কর্মের হৃদয়ে যে রাজনীতিছাপ
তাতে কার লাভ হল? সর্বত্র প্রলাপ—

দ্বিতীয় নক্ষত্র। সক্ষম অভিধা ভুলে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছে কল্যাণ
শ্রম মেধা বিক্রয়খেলায় সব স্তরে পতিতার বৃত্তি অম্লান।

তৃতীয় নক্ষত্র। অসংখ্য কীটের মতো মানুষেরা মরে ও জন্মায়
ঐশ্বর্য কুক্ষিগত করে কেউ জীবনের মানে খুঁজে পায়···

প্রথম নক্ষত্র। ধ্বংস তো অনিবার্য। তবু তারা সীমাবদ্ধ আয়ু কেন এত অপচয়
করে? দুর্ঘটনা-নিপীড়িত আয়ু—রেখে যায় উত্তরাধিকার।

দ্বিতীয় নক্ষত্র। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় সারিবদ্ধ কত অবতার।
এই তার কাজ ছিল? কিছুই কি ছিল না করার?
তৃতীয় নক্ষত্র। পৃথিবীর কথা ভেবে সময়ের হল অপচয়।
প্রথম নক্ষত্র। তা বোধহয় ঠিক নয়; জানা হল—
দ্বিতীয় নক্ষত্র। মানুষ ভুলেছে তার মানুষ নামের পরিচয়।
তৃতীয় নক্ষত্র। তবু হায়, হাতে তার, ধরা ছিল নক্ষত্রবিজয়।··

ফ্ল্যাশব্যাক

১

গাবগাছ থেকে শুকনো পাতার মতো ঝরে গেছে ছেলেবেলা।
স্কুলবাড়ির গেটে ছিল বোগেনভিলিয়া, স্কুলবাড়ির পিছনে ছিল সবুজ
ফুটবলমাঠ, শান্ত গোলপোস্ট, তারও পিছনে ধানজমি, ডিভিসি ক্যানাল···
ক্যানাল পেরিয়ে গেলে আরো কিছু ধানক্ষেত, তারপরে সেই
শ্মশানকালীর শাদা বেদী—ছোট্ট পুকুর, চারপাশে আম অশ্বত্থ বট
ব্যাঙ মশা আর ঝিঁঝি পোকাদের রাজ্যে বৃক্ষমর্মর আর আমি একা
যুবতী যেভাবে প্রিয় চিরুনিসংলগ্ন চুলগুলি বাতাসে ভাসায়—সেইভাবে
ধানরঙ প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে বা দীর্ঘরাতে যৌবন ঘুরিয়েছি।
শিখা রায় নামে এক পাপী যুবতীর দোষ সে সবই; মন্দিরের
দরজার ফুটোতে চোখ রেখে শ্মশানকালীকে দেখেছি ভয়ে ভয়ে
মাটির সে প্রাচীন প্রতিমাও ছিল পাপ ও হিংস্রতাময়; ছিল না আশ্রয়।

২

শ্মশানকালীর পোড়ো মন্দির পার হয়ে শুধু একবারই চলে গেছি।
বাঁদিকে বস্‌কপর, যেখানে রবিন থাকতো, নোংরা দাঁত, চুলদাড়ি আর ময়লা
জামার রবিন, বাঁচোখে অক্ষিগোলকহীন একটি গর্ত, সেই রবিন—
কলাক্রমশাস্ত্রবিদ হয়ে গেছে সে, কিলাকাশতনম্ চলে গেছে। সে যাক।
ধানক্ষেত পেরিয়ে পেরিয়ে পেয়ে যাই উঁচু টিলা, সাঁওতাল জনতা
ও মুর্গিলড়াই—বুদ্ধি যে হৃদয়ের থেকে বেশী দামী, বেশি কাজে লাগে
এক পায়ে ছুরি বাঁধা, ছোট্ট, এক শাদা মোরগের কাছে সেইদিন শিখি।

তুলনায় তিনগুণ মোটা তার দুর্দান্ত মোরগশক্রটিকে সহজেই অল্প
উড়ে গিয়ে, ঘুরে গিয়ে, কাৎ করে দিয়েছিল সে।

৩

তারপর ছাতা, জুতো, পেন আর বন্ধুদের হারিয়েছি অনেক।
তারপর শিখা রায় আঁটপুর ছেড়ে চলে গেল। সে জানে, আমি
নিমিত্তমাত্র, যেতে তাকে একদিন সত্যিই হতো।
তারপর আমি বইটই অনেক পড়লাম, সবুজ দীঘির ঢালু পাড়ে
ছিল যৌন কৈশোর, সন্ধ্যাবেলা। কবিতা লিখেছি সেই প্রথম—'আমরা
সবাই অন্ধকারে ব্রিজের নিচে, অনেক কাদা, ঘোলাটে জল।'
প্রাইমারি স্কুলের হেডস্যার ভগবান বাবু, কীর্তনে কেঁদে ভাসাতে
পারেন খুব ভালো—তাঁকে মনে হত জোচ্চোর—মধ্যরাতে
বুনো শুয়োরের মত হয়ে যান ভেবে। একদিন বললেন—এ ম্যান
ইজ নোন বাই দি কমপানি হি কিপ্‌স।
তাঁকে ক্ষমা করতে পেরেছি অনেক পরে, যখন, সঙ্গমে পশুত্বের
স্বাদ, জেনেছি, মানুষের পাবার কথা নয়, মানুষের বুদ্ধি আছে বলে।

৪

তারও পরে, যৌথ আলমারি থেকে, শাড়ির ভাঁজের ভেতর থেকে
'একান্ত গোপন কথা' নামে সেই কৃশ গদ্যগ্রন্থ আমি পেয়ে যাই।
নিয়ে যাই ক্লাশে। অশোক মুখুজ্জে, রানে কার্ট হতো,
সব্বাইকে সেসব দেখায়।
আমি জেনে যাই, অজ্ঞ যৌনতার কোনো ক্ষমা নেই।

৫

তারও কিছুদিন পরে, শ্মশানকালীর খুব কাছে, ভোর রাতে, আলের ওপরে
মরালগ্রীবার মত হাতখানি রেখে, মরে পড়েছিল পদ্ম, পদ্মদি।
নিমের দাঁতন নিয়ে প্রত্যুষে প্রাতঃভ্রমণ ছিল আমার অভ্যাস;
লাল সূর্যোদয় দেখে কতদিন স্তব্ধ ভেবেছি; এই তবে আবির্ভাব, উন্মোচন···

হায়, পদ্মদির মৃত মৃণালশরীরে সেই লাল আবির্ভাব লেগেছিল বলে
মানুষের পাপ, শাস্তি, ক্রোধ, অপরাধগুলি আজো তুচ্ছ হয়ে আছে।

মৃত্যু

কেবল মৃত্যুর পর যখন যেভাবে চাই আগো কাছে ;
মানুষের মৃত্যু নেই, তোমারও না, সুবিধার্থে দেহান্তর আছে

নিয়তিপ্রবাসে

প্রেমলোভীদের ভিড়ে নিতান্ত অচল
অপ্রেমকামী এক নিরিবিলি দায়
ভুলে গিয়ে দেখে নেয় পরোপকারের
কথাগুলি কতদূর আলোচিত হল
জন্মান্তরের দিকে অসহায় এক
যাত্রাপথে করে যেতে প্রারব্ধক্ষয়
কে কার হৃদয়ে কেন অযথা ছুরিকা
হানে তার তুমি হবে তালিকা নির্মাতা ?

শেষ চৈত্রে ঘরে ফিরে নদীর বাতাসে
যদি শান্তি খুঁজে পাও নিয়তিপ্রবাসে
প্রভাতে দীনতাদায় টানে সহবাসে
অসীমের জারিগান ব্যর্থ হয়ে যায়
অবাধ্য মশার গানে ঘর ভরে ওঠে
নতমুখে ফিরে যায় ঈশ্বর চেতনা…

চিড়িয়াখানায়

একদিন চিড়িয়াখানার সব খাঁচাগুলো পটপট করে খুলে গেল।
তারপর
বাঁদরেরা শাদা বাঘের পিঠে চেপে জলহস্তীকে ডেকে বলল
ছি ছি, তুমি পিঠে চড়বার মত কাউকে কোনদিন পাবে না।
মানুষেরা বরাবরই খোলা জন্তুজানোয়ার দেখে ধর্মভীরু হয়ে ওঠে
তারা তাই ঈশ্বর ঈশ্বর বলে এলোমেলো ছুটে বেড়াচ্ছিল
ততক্ষণে হাতি বাঘ আর সিংহেরা
ভাল্লুক বেবুন আর নীল গাইদের সঙ্গে 'কেমন লাগছে' বলে
ভদ্রতা করে হাসছিল।
একটি জিরাফ পাঁচিলের ওপর দিয়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে দেখল
শুধু মানুষ আর মানুষ—তারা প্রাণ হাতে নিয়েও
সন্দেহ আর সমালোচনা করে যাচ্ছে ঠিক—
কি করে যে এরকম হল, এক্ষুণি কমিশন বসানো চাই, টিকিটের
দাম কি ফেরত পাওয়া যাবে।
আর খাঁচার বাইরে জীবনযাপন বড় শ্রমসাধ্য বলে নানারকম
সাপেরা তখন ফিরে যাবার কথা ভাবছিল।
আর সবরকম পাখি একসঙ্গে অনেকক্ষণ উড়ে এসে
কলকাতার আকাশকে কিছুক্ষণের জন্যে লাল নীল হলুদ সবুজ করে দিয়ে
খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে গেল—অনভ্যাসজনিত ক্লান্তি—ভাবলো
মুক্তি কি সুখের নয় তবে।
আর হরিণেরা তখন শুয়োরদের সঙ্গে ফাঁকা চিড়িয়াখানার
প্রশান্তি নিয়ে আলোচনা করছিল দেখে
জল থেকে রাজহংসেরা কেঁদে উঠলো জীবনে প্রথম—আমাদের
কেউ মনে রাখলো না, আঃ, চলে যাবার সময়
আমাদের কেউ ডাকলো না, আমাদের কথা
একবারও কেউ ভাবলো না।

অসমাপ্ত

এই গুহাপথে, শ্যাওলায়, পিছলে যাওয়া পা ঠিক রেখে
শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই সম্ভব হচ্ছে না সবসময় ; এই আধো-অন্ধকারে
মিথ্যার নতুন যাদু কত আর দেখানো যেতে পারে
অহঙ্কার আসলে খুব হাস্যকর বস্তু—যদি পূর্ণনিবেদন ঠিক প্রেম নয়
হেসে ওঠবার মত কেউ কাছে নেই যেহেতু প্রত্যেকেই হাস্যকর
প্রত্যেকেই অর্থহীন সঙ্গী এবং অনিচ্ছুক প্রতিযোগী এই খেলায়
শ্রদ্ধা কিংবা ঘৃণা বিষয়ে কথা বলো, সমালোচনার কিছু নেই

এই গুহাপথে তুমি হও নিয়তির চেয়েও নির্মম, প্রবেশ কিম্বা পদস্খলন
অবধারিতের মতো বিস্তারিত হলে তুমি দেখিও বিকল্প প্রতিভা
মায়ার পতন নাকি পতনের যৎসামান্য ছিন্নভিন্ন মায়া
অন্যের ব্যর্থতা দেখে নিজের যে যোগ্যতা বাড়ে তাতে কোনো
সন্দেহ রেখো না
দাঁড়ালেই পা হড়কে পড়ে যাবে তুমি, তাই
অনর্থক ছোটাছুটি করো

আমি কিন্তু অন্যদের মতো নই, আমি ভাই একটু আলাদা
অনন্তে নিত্য বর্তমান হয়ে মিশে আছি, এরা সব আমাকে নিয়ে
হাসাহাসি ক'রে মরে ; এরা, জানো—কিছুই জানে না ?
এদের সবার জন্য আমার তেমন কোনো অভিশাপ নেই, ক্ষমা নেই
প্রস্তুত হবার আগে এরা সব মিশে যাবে দেওয়ালের শিকারছবিতে
এই অন্ধ গুহাপথে, বেঁচে থাকবে শিল্পকলা হ'য়ে

দিনে রাতে সমান আঁধার, হঠাৎ দেওয়ালে হাত ঠেকে
ধরা পড়ে অস্পষ্ট শিকারের ছবি
অর্থাৎ মানুষ ছিল, যুদ্ধ ছিল, প্রাণ হাতে পেয়ে তারা
অন্য প্রাণ সংহার শিখেছে সেই কবে
জীবনের চিরন্তন সেই হত্যাবৃত্তি

এঁকে রেখে গেছে তারা অপটু শিল্পের ছলে, যেন
হত্যা ছাড়া বিনোদন নেই
ইতিহাস মানে শুধু বিভিন্ন হত্যার স্মৃতি, পরস্পর আঘাতের প্রিয় কথকতা
কে কত নিপুণভাবে বুনেছিল হননের নতুন কৌশল

প্রাণধারণের কাজে প্রাণেরই বিলুপ্তি প্রয়োজন
এভাবে দর্শন আসে, ধর্ষণকারীর মুখে ফুটে ওঠে হাসি
মন জানে সহসমন্বয়
প্রতিবাদ ও উপেক্ষার চেয়ে হয়তো ধর্ষণ করা ভালো
আত্মশক্তি পরীক্ষিত হতে পারে তাতে
অন্তহীন এ গুহায় সমতারক্ষার খেলা কতখানি সুনিপুণ জানো
ধর্ষিত হয়ে তার ব্যাখ্যা দাও
অথবা ধর্ষণ করো, অন্ততঃ নিজেকে···

এ অন্তিম গুহাপথে, দেওয়ালে, দ্বিধায় হাত রেখে
অন্ধকারে পথ চিনে, অনাবিষ্কৃত আত্মার আলোয় ; পদতলে অবিশ্বাস-ঘোর
দু-পায়ে মাড়িয়ে তুমি যত যাও, প্রতি পদক্ষেপে
সঙ্গী শুধু অপমান, অন্য সব গুহাযাত্রীর
পরস্পর সংহারবিলাসের স্মৃতি

অবতারছলনার কথকতা সবই তবে সুদূর অতীত
সহনশীলতার মতো পাপ নেই, যত পারো অত্যাচার করো
যদি মূর্খ হও তবে অভিমান করো—অথবা আশ্রয় করো আত্মরতি
চিন্তাশীল হলে আরও ভালো—বিবিধ দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষায় আছে···

চাঁদপুরে চৈত্রসন্ধ্যায়

কালো বালিকার লাল ফুলগুলি উপহার পেয়ে একা একা তুমি
গন্ধ নিও না
বিলিয়েই দাও
ঢেউ মালিকার শ্বেতফেণাদের উপহার দাও যত জমা ছিল
নাগরিক দুশ্চিন্তা
নিয়ে যেতে চাই সাগর জলের প্রত্যুষে আর দিন শেষকালে
দূরে কাছে আসা
কাছে দূরে যাওয়া খেলা
প্রশান্তি তুই নীল বনফুল ছুঁয়েই তৃপ্ত ? আমি কি অনাথ ?
এতদূর পরিত্যাজ্য ?
উপেক্ষা আর উপহাস ছাড়া কিছুই দেবে না কোনোদিন ?
অপরাধ এই—যখনই যা চাও তখনই তা দিই, না দিয়ে
থাকতে পারি না !
এ অপরাধের এতই শাস্তি ? ভালোবাসা-বিষ হজম করেছি
হজম করেছি আকণ্ঠ আজ নীল ভালোবাসা কামনার বিষে জর্জর
সমুদ্র তুই বলে দে বলে দে
দূরে চলে গিয়ে বারে বারে কেন
ফিরে ফিরে এসে দোলা দিয়ে যাস লাল বনফুলে নিজের খেয়ালে
বলে দে বলে দে ওরে
ঝাউবন কেন হঠাৎ হাওয়ায় হরিণগন্ধে নায়িকার কথা
না বলে কেবল 'ভিলেন ভিলেন' বলেই চেঁচায়—তার তো অযথা
ফিস্ ফিস্ ক'রে
কানে কানে শুধু
বলবার কথা—তোমাকে তো নয়, তাকেই আমার ভালো লেগেছিল
আরও কত বেশী
তবুও কেন যে
তোমার কথাই শুনে যেতে হবে আমৃত্যুকাল সদাসর্বদা
আমি তো জানি না

কালো বালিকার লাল ফুলগুলি উপহার পেয়ে একা একা তুমি
গন্ধ নিও না
বিলিয়েই দাও
মনের ভাঁড়ারে মজুত যা আছে তা আর তোমার একাকীর নয়
হতেই পারে না।...

একজীবন

শিল্পের হাত ও কুয়াশার মতো হাতছানি থেকে
একজীবনের দিকে ঝুঁকে আসে অমরতা

একজীবনের ক্লান্তি
একজীবনের হাহাকার
একজীবনের সব ক্ষুধা ও হিংস্রতাগুলি

ক্ষিপ্ত পশুর মতো শিল্পের দিকে ছুটে যায়

ক্রোধে কাঁপে শিল্পের শরীর
পরে জীর্ণ স্নেহে
অবসন্নের মত বসে পড়ে আপন জানুতে মাথা রেখে

শিল্প মৃদু হাসে
কুয়াশার মতো অস্পষ্ট অমরতা থেকে মূর্খ শিল্পের দিকে
ফিরে যায়
একজীবনের কালো ছায়া

একজীবন খুব কম সময়, একজীবন

কড়া নাড়ার শব্দ

আমার কড়া নাড়ার শব্দ কেউ শুনতে পায় না
দরজার বাইরে আমি আর কত জন্ম দাঁড়িয়ে থাকবো
হঠাৎ রহস্যময় অন্দর থেকে কেউ বলে ওঠে—কে ?
থর থর কেঁপে ওঠে সমস্ত শরীর
ভুলে যাই তৎক্ষণাৎ কে আসলে কে এবং কোথায় এসেছি

বাড়ির ভেতর থেকে বাড়ির ভেতরে আমার কিছুতেই যাওয়া হয় না
দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে জন্মজন্মান্তর
আমার কড়া নাড়ার শব্দ কেউ শুনতে পায় না
এখুনি কি দৈববানী হবে
—চলে এসো, যেখানে খুশি যাও
দরজা খোলা না থাকলেও যেন কোথাও পৌছে যাওয়া যায়
শুধু আমার কড়া নাড়ার শব্দ
কেউ শুনতে পায় না
কেউ যদি বলে ওঠে—কে ?
রহস্যময় এই অন্ধকার থেকে
কে আসলে কে এবং কোথায় এসেছি সব ভুলে যাই
যেন কেউ কাছেই রয়েছে

বাড়ির ভেতর থেকে বাড়ির ভেতরে আমার কিছুতেই যাওয়া হয় না

যুদ্ধশব্দ

বন্ধ দেয়ালের ভেতরে একজন মানুষের প্রাণ থেকে
আছড়ে পড়ল শব্দ
লোহার গরাদের বাইরে থমকে দাঁড়ালো প্রহরী
নয়, আর্তনাদ নয়, গান।
বন্দীর বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ছে গান, ছড়িয়ে পড়ছে স্বপ্ন।

অমোকে বন্দী করেছো, আমার স্বপ্নকে নয়—কখনো পারোনি।
প্রতিদিন
নতুন উপায় খুঁজেছো কিভাবে পিষে ফেলবে আমার শরীর
আমার আত্মাকে নয়
কখনো তাকে ছুঁতে পারবে না তোমরা
এই বন্ধ দেয়াল, এই লোহার গরাদ, এই চারপাশের পাঁচিলের বাইরে
অনেক মানুষ
কুঁজো হয়ে বেঁচে আছে
বেঁচে থাকতে থাকতে আরও কুঁজো হয়ে যাচ্ছে তারা
সমস্যা ছাড়া আর কোনো প্রতিবেশী নেই
সুস্থ বাতাসের জন্য আর্তনাদ করে উঠছে মানুষ

এসো, গান গাই
গানের মধ্যে বেজে উঠুক স্বপ্ন।

সুস্থ বাতাসের জন্য জীর্ণ মানুষের যুদ্ধশব্দ বেজে ওঠে দূরে।

তৈরী হচ্ছে

স্বেচ্ছাচারী নই বলে পরাজয় মানতে পারি না
জন্মলগ্নেই ছড়িয়ে দিয়েছ সমস্ত শর্তগুলি, পরাধীনতাগুলি,
বিবেচনা কে আর করেছে কত কবে ?
সুখী মানুষেরা স্বীকার করবে না কোনো কথাই
পাপ ও বেশ্যার কাছে সরলতা হয়তো বা ছিল
এই হাওয়া অন্য কথা বলে—

ভাঙা হাড় দিয়ে হিমবজ্র নির্মিত হবে একদিন
দধীচির স্মিত হাসি পার হয়ে
অনন্তের শ্মশান পেরিয়ে
একা একা ফিরে আসবে রুদ্র, একদিন

ভুল মানুষের হাড়ে তাঁর জন্য প্রবেশতোরণ তৈরী হচ্ছে।

ছড়িয়ে থাকবে

প্রস্তুতিবেলায় আমি খুব অনভিজ্ঞ থাকবো
স্বভাবকুণ্ঠিত
প্রভু ও শত্রুর মধ্যেকার ফাঁক ও সরলতা
তুমি বলে দিও

মানুষ
ও মানুষের ফিরে যাওয়ার শব্দ
অনুশাসনের কাছে সমর্পণের শব্দ
মধ্যরাত্রি
তোর সিঁড়ি অনন্তের দিকে চলে গেছে

হিমগর্ভ অতিক্রম করে যাবো
হিমগর্ভের মতো কালো আকাশ

রাত্রিশেষে ফিরে আসবো রুদ্রের হাত ধরে
সে আমাকে
ঠিকঠাক চিনিয়ে দেবে পথ
নষ্টরণে বিধ্বস্ত মানুষের জন্য
উজ্জীবনমন্ত্র নিয়ে আসবো, বুকের মধ্যে

ছড়িয়ে থাকবে কালো পাগড়ি···

শিকারের গল্প

যেরকম কথা ছিল, সব গ্রামবাসী মিলে ঠিকঠাক
বাজিয়ে দিয়েছে তার ক্যানেস্তারা, পিটিয়েছে টিন।
ছাগল বাঁধার ছল বুঝে গেছে বোকা বাঘ, তাই
এই শব্দযোজনা, থাবার স্পষ্ট ছাপ সকালেও নদীতীরে
সকলে দেখেছে। তারপর, জ্বালানো আগুন ঘিরে
মানুষজটলা থেকে স্থির হল আক্রমণের নীল ফাঁদ চাই
লোকবল, দুঃসাহস, মাচার ওপরে যে শিকারী কঠিন
চোখে চেয়ে আছে তার ওপর পূর্ণ আস্থা, ব্যবস্থা নিফাঁক।
অপেক্ষায় আসে ক্লান্তি, রমণী অথবা খুনী বাঘ, কারণ যে
কেউই হোক। বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা চুপচাপ—ঠিক রেখে চোখ,
কোন ফাঁকে সে যে এসে ফিরে যাবে বলা তো যায় না।
দূর ছাই, বাঘের বদলে কেন এত ঘোরাফেরা করে যে হায়না,
রাত যত ঘন হয় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে রোখ,
একবার একবার শুধু তাকে পেতে চাই আমার এ রাইফেল রেঞ্জে।

দায়

কবিতা কোথাও নেই।   তবু কেন কবিতার কথা বলে লোকে ?
কবিতা তো সর্বত্র আছে।   তবু কেউ কবিতার কথা কেন যে বলে না

আনন্দের অনুষঙ্গে যাই, অশ্রু নিয়ে ফিরে আসি চোখে
কান্নার প্রস্তুতি মুছে গোপনে আনন্দ জেগে ওঠে
অপরিচয়ের রেখা ধুয়ে যায় জীবনের স্রোতে
নীরবতা হয়ে যায় গান

'আমাকে বাঁচাও' বলে যতবার ছুটে যাই উদ্ধারপ্রত্যাশায়
ততবার ডুবে যাই পাঁকে
পাগলাগারদ আর মন্দিরের মাঝখানে ঝুলে থাকে অস্থির জীবন
অনিবার্য মনে হয়ে যাকে
সে-ও সব ভুলে যায় ব্যক্তিগত কুয়াশার চাপে
কাছে গেলে হেসে ওঠে অতীতের ভাঙা বিচ্ছুরণ
সমস্ত আকাশ জুড়ে প্রভাব প্রভাব

মদ ও রমণী থেকে অক্ষর খুঁজে পায় কবি
সহজ জীবন থেকে কেন যে পায় না
কবিতার স্বার্থে তবে জীবনকে দিতে হবে জীবনের অতিরিক্ত স্বাদ ?
কবি তবে অলংকার
প্রয়োজনে পুরে রাখবে লকারের অন্ধকারে
প্রয়োজনে ঝোলাবে গলায় ।

আয়ুভাগ তুচ্ছ করে তবু কেউ নিরন্তর কবিতা লিখে যাবে।

মায়া

লুকিয়ে রাখতে হবে কিছু ? জোর করে কেড়ে নিতে হবে ?
যাবতীয় কমজোর এভাবে কি ঢেকে রাখা যাবে !
চাবি হারিয়ে ফেলে জ্যোৎস্নায় হাঁটাহাটি কেন আর করো.
আজ কেউ প্রশ্ন করেনি ?
যতদিন বেঁচে আছো, কেবলই উত্তর দিতে হবে।

শুরু হলে মনে হয়, কখন যে সব শেষ হবে !

সত্য

সেবা নয়। আধিপত্য ভালোবাসো তুমি
আমি তুচ্ছ করি মায়া।
তুমি নও, ভালোবাসি তোমার শরীর

আজ ধ্বংস হয়ে যায় সব যুদ্ধপ্রস্তুতি।

প্রার্থনা

আমার অভাব নেই। স্বভাব খারাপ ছিল কিছু।
যৌবন গিয়েছে যাক ; বার্ধক্যে, ছায়া হয়ে থেকো।

স্বভাবচরিত্র

যৌবন, তোমাকে দিইনি। বার্ধক্য কেন তুমি নেবে ?
আমার আত্মায় ছিল পূর্বপুরুষের স্মৃতি, ঘাম, বদরক্ত
আমার দু-হাতে আজ ভিক্ষামুদ্রা, দ্বিধাগ্রস্ত বরাভয়

যৌবন বিকলে গেছে যৌবনেরই নিজস্ব স্বভাবে
পরিতৃপ্ত যদি নাই হও, ভালোবাসবে না ?

তোমার প্রৌঢ়তা নিয়েআমি নিজে হয়েছি ন্যুব্জ
প্রেম দিতে হয়তো পারিনি, তোমাকে তো করেছি যুবতী

প্রেমিক

গাছের ছায়ায় বসে বাধ্য খেলা সাপ ও বেজীর
তুমি চলে গেছ তাই সময়েরা সাপ হয়ে ওঠে
আমি কি বেজীর মত তেড়ে যাবো তার দিকে নাকি
বন্ধুর ঠিকানা খুঁজে স্বেচ্ছায় রোদ্দুরে রাস্তা হারাবো ?
নিয়তি দর্শক সেজে এ খেলায় হাসে চাপা হাসি
সতীন সতীন বলে কেঁদে ওঠে ভোরের আকাশ
ভালবাসা ভালো নয়, নারী শুধু খোঁজে অজুহাত
তার চাই ত্রিভুবন হাতের মুঠোয় কেন চাই
ধ্যান ভেঙে প্রমিক পুরুষ আজ তাপ চায় রূপে
দিশাহীন নাবিক হৃদয় সে তো আর কাউকে দেবে না·

উজ্জীবন

চেয়েছিলাম শরীর তুমি গোলাপ দিলে
অন্ধ মনের গুহায় জ্বলে উঠলো আলো
অস্থিরতায় অবগাহন স্বভাব ছিলো
চকিত এই মগ্নতার অঝোর ধারায়
স্নানের পরের শুদ্ধতার চরণচিহ্ন
দগ্ধতায় হারিয়েছিলো চেতনা উদ্ভাস
বাকি জীবন আগুনে নয় আলোয় যাবো
পুড়ে যাওয়াই শেষ কথা নয় এখন জানি
এখন ধ্যানের গভীর থেকে তোমায় পাবো…

প্রতিক্রিয়া

দাও সুখ, অসুখের আলোচনা নয়। দাও
আর্ত আলজিভ ; অবাক বিস্ময় ; আলোচনা
সমালোচনার কাঁটা বিঁধে যদি থাকে এই বুকে
দু'পায়ে মাড়িয়ে যাও ; স্বরচিত রক্ত ঝরুক
নূপুরনিন্দিত পায়ে ঘরময় আলতাপদছাপ
দেখে জানবো অলক্ষীর ধ্বস্ত পরাজয়
অনায়ত্ত নয় আজ ; শান্তি ছিল অযথা লাজুক
বাধ্য যেন গৃহভৃত্য ; কাছে দূরে যেখানেই থাকি
শিরাউপশিরাময় তোমার গমনধ্বনি কাকে যে
শোনাবো! ভালো থাকো ; ভালো থাকতে দাও।

এ নির্দিষ্ট আয়ুভাগ, অপচয়ে যায় যদি যাক
সদ্ব্যবহারতত্ত্ব, বলা যায়, জানে আবর্জনা।
করাতের স্পর্শ জেনে যে বৃক্ষ পড়েছে ঢলে তার
পতন উদ্দেশ করে হেসে ফেলে ঘাস, লতা, ফুল—
সে হাসি অলক্ষ্যে দেখে উড়ে যায় পাখি, যেন জানে
—আসলে, করাত নয় ; মানুষের আকাশ ছিল না।

জেগে থাকা

জেগে ওঠার আগে মনে হয়—আহ্, কথা বলতে হবে আবার।
কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে যারা প্রায় কোনো কথাই শুনবে না;
কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে যারা ঘাড় নাড়বে কেবলই কিন্তু প্রায়
কোনো কথাই বুঝবে না;
কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে যারা কিছু শুনতেই চায় না, শুধু বলতে চায়;
কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে যারা কিছুই করতে চায় না শুধু
সমালোচনা ছাড়া……
তারপর ঘুমিয়ে পড়তে হবে আবার জেগে ওঠার জন্যে,
ঘুমিয়ে পড়তে হবে জাগরণের ভেতরকার অর্থহীন ঘুমকে ভুলে যাবার জন্যে;
ঘুমিয়ে পড়তে হবে জেগে না থাকার খেলায় আর একবার যোগ দেবার জন্যে,
তারপর জেগে উঠতে হবে আবার অনর্থক, জেগে ঘুমোনোর জন্যে।
তারপর, জেগে উঠতে হবে আবার, আহ্, শুধু কথা বলার জন্যে……
তাদের সঙ্গে যারা শুধু কথা বলতে চায়, কথা বলতে চায়, আর কথা
বলতে চায়……
কিছুই শুনতে চায় না, কিছুই করতে চায় না, জেগে থাকতে চায় না কিছুতেই।

মেঘধন রাজ্য লটারী

ভেসে যাচ্ছে মেঘনদী ওই নিচে দুই পাহাড়ের কোল বেয়ে
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘবীর্য মেঘফেনা মেঘদুধ চেয়ে চেয়ে দেখি
চিরকাল মেঘ দেখি মাথার ওপরে আজ সব মেঘ দেখি নিচে
বসে আছি মন্ত্রমুগ্ধ হাবাগোবা আমি একা মেঘের ওপরে
মেঘরাজ দেখ আমি ঠ্যাঙ তুলে বসে আছি একা
একশৃঙ্গ উঁকি দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘার বাকি আরো দুই শৃঙ্গ থাকে
ধূসর মেঘের ঘোমটায় ঢাকা খুলি খুলি করেও খোলে না
এইবার পেয়ে যাবো একলাখ কে আটকায় মেঘধন রাজ্য লটারী
চড়াই উৎরাই বেয়ে চেতনার রাজ্যে ছিল যত সর্দ্দি কাশি ক্লেদ
ঝরে গেছে ঘোড়া চেপে লালকুঠি অভিমুখে জলপাহাড়ের পথে পথে
বিদেশী প্রভাব সব ধুয়ে গেছে উচ্ছল নেপালী যুবতী হাসি দেখে
প্রতিবেশী রাজ্য থেকে মদ এসে দিয়ে গেছে সোনালী নক্ষত্রের মত হাসি
ঘুম ছিল লেপহীন সেই রাত্রে হরিণ এসেছে খেতে জল
..বাঘ তাকে খেতে গিয়ে কেঁদে ফেলে পাপবোধে সুন্দরের শাপে
পচা মাংসের দিকে ছুটে ছুটে ছুটে যায় অমৃত যৌবন
আজ দাঁত ঝরে গেছে বুকে ভরা পাকাচুল অসুন্দর ক্ষোভ
তাতেও তেমন কিছু ক্ষতি নেই যদি পাই মেঘধন রাজ্য লটারী
কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেত দেখে মনে হয় এত শুভ্র জীবনে দেখিনি
রমনীজঙ্ঘায় আছে কাঞ্চনের ছায়া ভেবে খুঁজেছি সততা তাও নীল
হয়ে গেছে উত্তেজনাভারে আজ সব উরুদেশে কোনো শ্বেত নেই
জীবনে কোথাও আছে কালি কাজলের সহবাসে কালো
মনের পাহাড় বেয়ে মেঘ ওঠে ঢেকে রাখে শৃঙ্গগুলি
এক নয় দুই নয় তিনশৃঙ্গ আবিষ্কার অপেক্ষায় আরো বহুকাল
জেগে থাকা প্রয়োজন যদি ওঠে কখনো বা অনুভবে অযথা কাঞ্চন...

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা

বাবু আসবেন ব'লে আজ সাজ সাজ রব সবদিকে
শুধু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না লজ্জাবতী শতমুখী
সেই সূত্রে দ্রুত বসানো হ'ল তদন্ত কমিশন
সভাপতি জানতেন তাঁর স্ত্রী-ই প্রকৃত অপরাধী
কোম্পানীর ম্যানুয়াল তাই পাল্টে গেল হঠাৎ
সুযোগ বুঝে ছুটি চাইল দারোয়ান
পরস্ত্রী-সম্মেলনে আজ ব্যস্ত আছেন বড়বাবু
টেলিফোন ধরবার জন্য লোক চাই
তাই প্রশিক্ষণ শিবিরে আজ ছুটির আবহাওয়া
হিসাবের খাতায় তিনভাগ সমুদ্র একভাগ মাটি
জঙ্গলে সিংহের হাসি
ধীরে জল খেয়ে চলে যাচ্ছে হরিণেরা
শুধু একা গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে হাতি
যেন পাহারা দিচ্ছে কোম্পানির ভবিষ্যৎ
হিসাব পরীক্ষা করতে এসে জানতে চাই কোম্পানির ইতিহাস
হেসে ওঠে রিসেপশনিষ্টের স্বামী ও তার প্রেমিকা

আমার ব্যবস্থা করে তারা, অভিযাত্রীরা.........

ভবিষ্যৎ

অবতার পৃথিবীতে নেমে এল শতবার্ষিকীর ভুল ছায়া
জন্মোৎসব প্রতিপালনের আগে কেন কাড়াকাড়ি
সজ্জাষিপাড়ায় যদি ওর জন্মদিন তবে কাঁচড়াপাড়ায় কেন তার
আমিই বা কম আছি কিসে
ধানক্ষেতে একা কেঁদে হাল দেয় আইনস্টাইন
মানুষ যে ভুলে যাবে সব
যদি জানতেম
বিজ্ঞানী না হয়ে তবে খেলা যেত কিছুটা টেনিস
অন্ততঃ, কিছু টাকা হত।

নিরুপায়

সেই মদ পান করো যা তোমাকে ছুটি দেয় তোমার নিজের কাছ থেকে
সেই মদ পান করো, যে পেয়ালা বন্ধুর মুখের প্রিয় ছায়া
যে পয়ালা ঈশ্বরীর চোখ
বাতাসে কি মদ নেই ? নৈঃশব্দ্যে ? সকালবেলার সূর্যালোকে ?
এ দ্যাবাপৃথিবী, ঈশ্বরের অন্তহীন মাধবীনিকেতন···
অনুপরমাণুগুলি হৃদয়ে ধারণ করে ঈশ্বরের মদের পেয়ালা···
তাই সব যুক্তিগুলি অযথা মদ্যপ হয়ে আসে
—অবশেষে আত্মাও মাতাল
মাতাল বাতাসে দেখি মাটি, স্বর্গ, ভবিষ্যৎ—সমস্ত মাতাল।